দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 27 2002

ঢাকা ঃ বুধবার ২৭ মার্চ ২০০২ ইংরেজী

# অনিয়ম ও অব্যবস্থার যাঁতাকলে মুখ থুবড়ে পড়েছে কারিগরি শিক্ষা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশে কারিগরি শিক্ষার এখন বেহাল অবস্থা। অনিয়ম ও অব্যবস্থার যাঁতাকলে পড়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে এই শিক্ষা। মুখে এই শিক্ষার ওপর জোর দেয়ার কথা বলা হলেও টেকনিক্যাল এডুকেশন দেশের সবচেয়ে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। আর্থিক অনিয়ম থেকে শুরু করে কারিগরি শিক্ষায় রয়েছে শিক্ষকের অভাব, শিক্ষক নিয়োগ ও এমপিওভুক্তিতে দুর্নীতি, যন্ত্রপাতি ক্রয়ে পারসেন্টেজ নেয়া, জনবল নিয়োগে অনিয়ম, প্রশাসনে গ্রুপিংসহ নানা অভিযোগ। দেশের ২০ টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মধ্যে ১৩টি ইনস্টিটিউটেই এখন অধ্যক্ষ নেই। এ ছাড়া ২০টি ইনস্টিটিউটে খালি রয়েছে মোট ৩৫৩টি শিক্ষকের পদ। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেখানে কারিগরি শিক্ষার হার শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ সেখানে বাংলাদেশে এই হার শতকরা এক ভাগেরও কম।

একদিকে শিক্ষকের পদ খালি রাখা হচ্ছে, অন্যদিকে ছাত্রদের ক্ষতি করে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরে বিভিন্ন পদ পূরণে অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধীনে বিদেশ থেকে ১০/১২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে আনার পর তাঁদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে অধিদফতরে। অধিদফতরে আয়রোজগার ভাল বলে একশ্রেণীর শিক্ষক মাঠ পর্যায় থেকে অধিদফতরে চাকরি করতেই বেশি আগ্রহী। আর অধিদফতরের প্রশাসন পছন্দের লোক এনে দল ভারি করতে ব্যস্ত বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানা যায়, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরে গড়ে উঠেছে একটি অঘোষিত সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবাজ চক্র। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ, জনবল নিয়োগ, এমপিওভুক্তি, সফর, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি খাত থেকে চক্রটি লুটপাট চালাচ্ছে। অধিদফতরে বেশিরভাগ পদে শিক্ষকদের ইনস্টিটিউট থেকে এনে চলতি দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে। পাঁচ পরিচালকের চারজনই এখন ভারপ্রাপ্ত। খোদ ডিজি প্রফেসর মোঃ আবুল বাশার চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত। তিনি নন-ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা বলে অভিযোগ থাকলেও জনকণ্ঠকে জানিয়েছেন, পুরনো ক্যাডারলিস্টে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁকে বাদ দেয়া হয়। ২০০০ সালের সর্বশেষ গ্রেডেশন লিস্টে তাঁর নাম তিন নম্বরে। এদিকে দেশে ৫শ' বেসরকারী স্কুলে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স খোলা হয়েছে। কিন্তু ফান্ড থাকা সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে ২২০টি স্কুলের ভবন নির্মাণ করা হয়নি। বছরের পর বছর বিষয়টি ঝুলে আছে। ফলে মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে এসব স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম। জানা যায়, প্রকল্প সারপত্রে এক অভিনব শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। তা হলো প্রতিটি বেসরকারী স্কুলকে শতকরা ২৫ ভাগ টাকা দিতে হবে। ৫শ' স্কুলের প্রতিটিতে বরাদ্দ ছিল ২৪ লাখ টাকা। শর্ত অনুযায়ী ছয় লাখ টাকা স্কুলগুলোকে দিতে হবে। কিন্তু কোন স্কুলই এই টাকা দিতে পারে নি। তখন ২৮০টি কমিউনিটি স্কুলকে শতকরা ২৫ ভাগ দেবার আওতা থেকে মুক্ত করা হয়। আটকে দেয়া হয় বাকি ২২০টি স্কুলের ভবন নির্মানের কাজ। একই যাত্রায় দুই ফল সংশ্লিষ্টদের হতাশ ও ক্ষুব্ধ করেছে। এ ব্যাপারে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের ডিজি প্রফেসর আবুল বাশার বলেন, এই ২২০টি স্কুলকেও ভবন নির্মানে শতকরা ২৫ ভাগ দেয়া থেকে মওকুফ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এজন্য নতুন করে প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আরও ৫শ' বেসরকারী স্কুলে এসএসসি ভোকেশনাল কোর্স খোলার চিন্তাভাবনা চলছে। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, কোর্সটি খুবই জনপ্রিয়। অথচ এই কোর্স চালু করা ২২০টি স্কুলে খোঁড়া অজুহাতে ভবন নির্মাণের টাকা ছাড় করা হচ্ছে না।

কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে কথা হয় ডিজি প্রফেসর আব্দুর রশীদের সঙ্গে। তিনি বলেন, এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে কিছু দুর্নীতি হয় বলে শুনেছেন। তবে তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর এই দুর্নীতি কমেছে বলে দাবি করেন। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের পদ খালি থাকা সম্পর্কে তিনি বলেন, এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এটা ঠিক। একসঙ্গে এত পদ খালির কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, টোটাল ম্যানপাওয়ার কমে গেছে। অথচ রিপ্লেস করা হয়নি। এর কারণ বিভিন্ন সময় নিয়োগ বন্ধ ছিল। এসব শূন্য পদ পূরণের জন্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। অধিদফতরে দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে ডিজি বলেন, মুষ্টিমেয় কিছু লোকের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটেছে বলে তারা অপপ্রচার চালাচ্ছে। একটি উন্নয়ন প্রকল্পে সাড়ে নয় শ' জনবল নিয়োগে কোন অনিয়ম হয়নি বলে তিনি দাবি করেন এবং বলেন, মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত একটি কমিটিই জনবল নিয়োগ করছে। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রশাসন তাঁর পছন্দ নয়, তিনি শিক্ষকতাই করতে আগ্রহী। তাঁকে একপ্রকার জোর করে এখানে আনা হয়েছে। বিভিন্ন ট্যুর ও সফরের নামে অর্থ অপচয় ও আত্মসাত সম্পর্কে ডিজি বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ রয়েছে মাসে অন্তত চারটি ট্যুর করার জন্য। এসব ট্যুরে সরকারী অর্থ তেমন একটা ব্যয় হয় না বলে তিনি দাবি করেন। নিজে একাধিক গাড়ি ব্যবহারের কথাও ডিজি অস্বীকার করেছেন।

**সরকারকে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নোটিস**